মৃচ্ছকটিকম্-পরিচয় :

উৎস—গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র পরবর্তী সংস্করণ 'কথাসরিৎসাগরে' নির্ধন ব্রাহ্মণ যুবক লোহজঙ্ঘ ও বারাঙ্গনা রূপণিকার প্রণয়-কাহিনী চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রণয়-কাহিনী হয়ে ভাসের চারুদত্ত ও শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে গৃহীত হয়েছে। কথাসরিৎসাগরে আর একটি গল্প আছে ,বারাঙ্গনা কুমুদিকার প্রেমিক ব্রাহ্মণ কুমার দরিদ্র শ্রীধর কারারুদ্ধ হলে কুমুদিকা তার রূপে মুগ্ধ রাজাকে প্রভাবিত করে শ্রীধরের কারামুক্তির ব্যবস্থা করেন। এটুকু প্রেমকথাকে অবলম্বন করেই মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা তার নাটকে কল্পনার স্বেচ্ছাবিহার ঘটিয়ে প্রেমকাহিনীকে রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে-যুক্ত করে একটি সুন্দর কাহিনী নির্মাণ করেছেন, মৃচ্ছকটিকের কাহিনী ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নয় এর কাহিনী লোক-প্রচলিত।

গ্রন্থ পরিচয় :

মৃচ্ছকটিক দশ অঙ্কের প্রকরণ। এই নাটকের দশটি অঙ্ক হল—অলঙ্কারন্যাস, দ্যূতসংবাহক, সন্ধিবিচ্ছেদ, মদনিকা-শর্বিলক, দুর্দিন, প্রবহণবিপর্যয়, আর্যক-অপহরণ, বসন্তসেনা, মোটক ব্যবহার ও সংহার। এর মূল কাহিনী উজ্জয়িনীর বণিক চারুদত্ত ও ঐ নগরীর প্রসিদ্ধ বারবিলাসিনী বসন্তসেনার প্রণয়। এই নাটকের প্রতিনায়ক রাজা পালকের শ্যালক শকার বা সংস্থানক। মূল কাহিনীর সঙ্গে-যুক্ত একটি আকর্ষণীয় উপকাহিনী—শর্বিলক ও মদনিকার প্রেমকাহিনী।

সূত্রধারের মুখে জানানো হয়েছে, উজ্জয়িনীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও সুন্দরী গণিকা বসন্তসেনার প্রেম যেমন মৃচ্ছকটিকের উপজীব্য তেমনি এই রাজ্যের ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা, বজ্জাৎ লোকজনের চরিত্র এবং ভাগ্যের প্রভাব—এর প্রতিপাদ্য বিষয়।

কাহিনী : চারুদত্ত একদিন বিত্তশালী ছিলেন। দাতব্যাদির জন্য তিনি এখন দরিদ্র বণিক। কিন্তু দেবপূজায় তার অপূর্ব নিষ্ঠা। নগরীর প্রসিদ্ধ গণিকা বসন্তসেনা চারুদত্তের গুণগান শুনে মুগ্ধ ও তার প্রতি আসক্ত। একদিন বসন্তোৎসবে কামদেবের মন্দিরে আগত চারুদত্তকে দেখে তাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন নায়িকা। এই সময় উৎসব-প্রত্যাগতা নায়িকা যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন রাজশ্যালক লম্পট শকার তার মোসাহেব বিট ও খানসামা চেট তার

Scanned by CamScanner

পিছনে ধাওয়া করেন। শকার কদর্য কথাবার্তায় এমনকি গায়ের জোরে বসন্তসেনাকে প্রেম- নিবেদন করতে চায়। বিট শকারকে পছন্দ না করলেও পেটের-দায়ে তার সঙ্গে ঘোরে। বিট বসন্তসেনাকে পরামর্শ দেয় পায়ের নূপুর খুলে ফেলে অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়ার। চারুদত্তের বাড়ি কাছেই একথা শকারের মুখে শুনে বসন্তসেনা চারুদত্তের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। ঐ সময় রদনিকা নামে দাসীকে সঙ্গে নিয়ে চারুদত্তের বয়স্য মৈত্রেয় পূজার উপকরণ রাখবার জন্য দরজা খুলেছিল। তাদের হাতে ছিল প্রদীপের আলো। বসন্তসেনা প্রদীপের আলো নিভিয়ে দিলেন আত্মরক্ষার জন্য। শকার অন্ধকারে রদনিকাকে বসন্তসেনা মনে করে তার চুলের মুঠি ধরে অপমান করলেন।পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পেরে ছেড়ে দিলেও মৈত্রেয় এই অপমানকে চারুদত্তের অপমান বলে মনে করে শকারকে সতর্ক করে দিলেন। শকারও শাসানি দিল, চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে তার হাতে তুলে না দিলে সে আজীবন শত্রুতা চালাবে। রদনিকা ও মৈত্রেয় ঘটনাটি চারুদত্তকে না জানানোই শ্রেয় মনে করল।

চারুদত্ত অন্ধকারে বসন্তসেনাকে রদনিকা ভেবে নিজের চাদর তাকে দিলেন এবং ঐ চাদর পুত্র রোহসেনের গায়ে ঢাকা দিয়ে তাকে অন্দরমহলে রেখে আসতে বললেন। নায়িকা তার প্রিয়তমের জাতীকুসুমসুবাসিত চাদর পেয়ে যেন প্রিয়তমের স্পর্শ পেলেন। গৃহস্থের অন্দরমহলে গণিকাদের যাওয়া নিষেধ বলে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। চারুদত্ত ভাবলেন তিনি দরিদ্র বলে রদনিকা তাকে অসম্মান করছে। এমন সময় রদনিকা ও মৈত্রেয় এসে পড়লেন। বয়স্য জানালেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তার অনুরাগিণী বসন্তসেনা। চারুদত্ত ও বসন্তসেনা পরস্পরের প্রতি সৌজন্য বিনিময় করেন। আবার সাক্ষাতের আশায় নায়িকা তার অলঙ্কারগুলির নিরাপত্তার কথা তুলে সেগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখতে চাইলে, তিনি তা স্বীকার করেন। তিনি তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে জুয়াড়িদের আড্ডায় চারুদত্তের প্রাক্তন কর্মচারী সংবাহক জুয়ার নেশায় সমস্ত কিছু হেরে যায়। টাকা আদায়ের জন্য তার ওপর মারধোর চলতে থাকে। দর্দুরক নামে একজন তাকে পালানোর ব্যবস্থা করে দেয়। সংবাহক বসন্তসেনার বাড়িতে আশ্রয় ও সাহায্য চায়। সে চারুদত্তের কর্মচারী জেনে নায়িকা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। কৃতজ্ঞ-সংবাহক এই ঘটনার পর বৌদ্ধ-ভিক্ষুর জীবন-যাপন করার শপথ নেয়। এই সময় বসন্তসেনার পোষা হাতি খুন্টমোড়ক এক খুঁটি ভেঙে রাস্তায় নেমে পড়ে। পরিব্রাজককে প্রাণে মারবার উপক্রম করলে নায়িকার কর্মচারী কর্ণপূরক তার প্রাণরক্ষা করে। চারুদত্ত পথচারীকে সুবাসিত চাদর উপহার দেয়। সে-তা বসন্তসেনার হাতে তুলে দেয়।

তৃতীয় অঙ্কে দেখি, শর্বিলক নামে এক ব্রাহ্মণ সিঁধেল চোর চারুদত্তের বাড়িতে সিঁধ কেটে বসন্তসেনার গচ্ছিত সোনা চুরি করে নিল। শর্বিলক দায়ে পড়ে চুরি করে। বসন্তসেনার দাসী মদনিকাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে এনে বিবাহ করার জন্যই শর্বিলক চুরি করে। চারুদত্তের পত্নী ধূতা প্রদত্ত রত্নমালা মৈত্রেয় চারুদত্তকে দিয়ে অলঙ্কারের দাম শোধ করতে বলেন।

চতুর্থ অঙ্কে, শর্বিলকের দ্বারা অপহৃত অলঙ্কারগুলি মদনিকা চিনতে পারেন। তিনি এই অলঙ্কার বসন্তসেনাকে ফিরিয়ে দিতে বলেন। বসন্তসেনা এই কথা আড়াল থেকে শুনতে পেয়ে মদনিকাকে শর্বিলকের হাতে তুলে দেন। মৈত্রেয়ের হাত দিয়ে পাঠানো রত্নমালা

Scanned by CamScanner

বসন্তসেনা গ্রহণ করেন। শর্বিলক ও মদনিকা-প্রসঙ্গ তিনি গোপন রাখেন। বিকালে চারুদত্তের উদ্দেশে অভিসারে যাবেন, একথা তিনি তাঁর প্রিয় বয়স্যকে জানান।

পঞ্চম অঙ্কে বর্ষার দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে বসন্তসেনার অভিসারের বর্ণনা রয়েছে। নায়ক-নায়িকার মিলন হল। শর্বিলকের নিকট তার অলঙ্কার প্রাপ্তির কথা নায়ক জানতে পারলেন। চারুদত্ত আনন্দে বসন্তসেনাকে নিজের অঙ্গুরীয় উপহার দিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখি, বসন্তসেনা চারুদত্তের বাড়ির সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছেন। কেবল চারুদত্তের পুত্র রোহসেন বসন্তসেনার অলঙ্কারের প্রাচুর্য দেখে তাকে আপন ভাবতে পারছিল না। সে বলেছিল যে মায়ের কি অত অলঙ্কার থাকে । বালকের কথায় বসন্তসেনা নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন।

ছেলেটি মাটির গাড়ি নিয়ে খেলতে চাইছিল না। পাশের বাড়িতে ফেরত দিয়ে আসা সোনার খেলনা গাড়িটাই তার চাই । বসন্তসেনা তার সব অলঙ্কার ফেরত দিয়ে রোহসেনের জন্য সোনার খেলনা গাড়ি তৈরী করতে দিলেন। এইভাবে তিনি পুত্রকে আপন করে পেলেন।

চারুদত্ত ছিলেন পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে। চেট বর্ধমানক এসেছেন বসন্তসেনাকে ঐ উদ্যানে নিয়ে যেতে। এই সময় রাজশ্যালক শকারের চেট স্থাবরক একই পথে যাচ্ছিল। বসন্তসেনা ভুল করে তার গাড়িতে চেপে পড়লেন। তখন দেশের অবস্থা টালমাটাল। রাজা পালক বিদ্রোহের আশঙ্কায় গোপালপুত্র আর্যককে বন্দী করেছেন। এই আর্যক রাজা হবেন বলে গণকেরা জানিয়েছিলেন। আর্যক শর্বিলকের সাহায্যে বন্দীশালা থেকে পলাতক। রাজপথে ঘোষণা শোনা যাচ্ছে আর্যক পলাতক। আর্যক বর্ধমানকের গাড়িতে চেপে আত্মগোপন করে শহরের বাইরে চলেছেন। তার পায়ের শেকলের শব্দকে চেট বসন্তসেনার নূপুরের শব্দ বলে মনে করলেন। এদিকে রাজপথে রক্ষীরা যানবাহন পরীক্ষা করছে। বীরক ও চন্দনক দুই রক্ষী চারুদত্তের গাড়ি পরীক্ষা করতে এল। চন্দনক আর্যকের পুরোনো বন্ধু। আর্যক গাড়িতে আছে বুঝতে পেরে সে বীরকের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। আর্যকের পালানোর পথ প্রশস্ত হয়।

সপ্তম অঙ্কে, বসন্তসেনার জন্য প্রতীক্ষারত চারুদত্তের সঙ্গে আর্যকের সাক্ষাৎ হয়। তারা দুজনে পরস্পরের বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন। চারুদত্তের গাড়িতে আর্যক নিরাপদে অন্যত্র চলে যায়। চারুদত্ত ও তার বয়স্য মৈত্রেয় বসন্তসেনার সন্ধানে বের হয়।

অষ্টম অঙ্কের প্রথমেই দেখি, শকার বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে অত্যাচার করছে। এই সময় গোযানে চেপে বসন্তসেনা এসে উপস্থিত। শকার প্রথমে নরমসুরে গণিকার প্রণয়প্রার্থী হয়। কিন্তু, প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাকে হত্যা করার হুমকি দেয়। বিট ও চেটকে হত্যা করতে আদেশ দিলেও তারা তা পালন না করলে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়ে শকার বসন্তসেনার কণ্ঠ-রোধ করে। মেরে ফেলেছে ভেবে তাকে পাতা চাপা দিয়ে সে অন্যত্র চলে যায়। শকার চারুদত্তের নামে হত্যার মামলা-দায়ের করতে আদালতে যায়। এদিকে বৌদ্ধ-ভিক্ষু সংবাহক বসন্তসেনাকে উদ্ধার করেন। তাকে সুস্থ করে তোলেন।

নবম অঙ্কে, দৃশ্যস্থান বিচারশালা। শকার বোঝাতে চায় চারুদত্ত অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করে। অলঙ্কার-সম্বন্ধে চারুদত্তের সত্যভাষণে অভিযোগ আরো-দৃঢ়

Scanned by CamScanner

হয়। বসন্তসেনার মা সাক্ষ্য দেয়, মেয়ে চারুদত্তের কাছে গেছে। চারুদত্তকে অপরাধী সাব্যস্ত করে বন্দী করা হল। রাজার আদেশে সব অলঙ্কার গলায় ঝুলিয়ে চারুদত্তকে শুলে চড়ানো হবে বলা হল। মৃত্যুর পূর্বে পুত্র রোহসেনকে দেখতে চাইলেন চারুদত্ত।

দশম অঙ্কে, চারুদত্তের মত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হওয়ার পর শকারের চেট স্থাবরক এসে প্রাসাদের কার্নিশ পেরিয়ে ভাঙা জানালা গলে লাফ মেরে চণ্ডালদের হেঁকে বসন্তসেনা হত্যার বৃত্তান্ত ঘোষণা করলেন। শকার তখন সেখানে আসছিল। চেটকে শকার উৎকোচ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চাইলে, সে প্রকাশ্য রাজসভায় তা জানিয়ে দেয়। শকার চারুদত্তের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য চাপ দিতে থাকে। এমন সময় বসন্তসেনা বৌদ্ধ-ভিক্ষুর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়। চণ্ডালের হাত থেকে খড়্গ পড়ে যায়। তারা বসন্তসেনার কাছে সমস্ত-বৃত্তান্ত শুনে তা রাজাকে জানাতে যায়।

বসন্তসেনা বেঁচে আছে দেখে চারুদত্ত সুখী হন। এই সময় শর্বিলক রাজা পালকের উচ্ছেদ ও আর্যকের রাজ্য শাসনভার গ্রহণের কথা ঘোষণা করে। নতুন রাজা চারুদত্তকে বেণনদীর তীরবর্তী কুশবতীর শাসক-নিযুক্ত করলেন। শকারের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হল। জনরোষে সে মারা পড়ছিল। মহানুভব চারুদত্ত তাকে ক্ষমা করলেন। বসন্তসেনাকে চারুদত্ত বধূর মর্যাদা দিলেন।

Scanned by CamScanner